প্রতিদিন
শুক্রবার ৩০ মে ২০০৮
মহানগর

কলকাতার নতুন পালক রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার

নির্মল ধর

এই কলকাতায় রবীন্দ্রসদন আছে, রবীন্দ্র সরোবর আছে। রাজ্যজুড়ে নানা জেলায় রয়েছে রবীন্দ্র ভবন। তবে এবার সেইসঙ্গে সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতার মাথায় নতুন পালক উঠতে চলেছে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার' রাজধানী দিল্লির বদান্যতায়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর ছাতার তলায় হো চি মিন সরণিতে এই বিশাল কেন্দ্রটির উদ্বোধন আগামী ১ জুন। প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্কোয়ার মিটার এলাকা জুড়ে পাঁচতলা এই বাড়িতে শুধু বাংলা বা ভারতীয় নয়, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি আদানপ্রদানের প্রধান কেন্দ্র হবে এই সেন্টার। ১ জুন সেন্টারটির উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

এই সংস্কৃতি কেন্দ্রর জন্য রাজ্য সরকার নব্বই সালে জমিটি দিয়েছিল আইসিসিআরকে। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরেয়া কেন্দ্রটির মূল ডিজাইন করেছিলেন। অবশ্য এখন কিছু বদল ঘটেছে। তা ঘটলেও শহরের প্রাণকেন্দ্রে সংস্কৃতি চর্চার এই কেন্দ্রটি শুধু স্থাপত্যের আধুনিকতায় নয়, কার্যকরী পরিকল্পনার দূরদর্শিতায়ও নজর কাড়বে। কেন্দ্রটির পরিচালক হয়ে এসেছেন ডঃ রেবা সোম এই কলকাতারই মানুষ। একদা প্রেসিডেন্সির ছাত্রী বললেন, "সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান হিসেবেই গড়ে তুলতে চাই সেন্টারটিকে। আইসিসিআর এর এত বড় সেন্টার কোথাও নেই। দিল্লিতেও নয়। এই কেন্দ্রটি পূর্ব এশিয়ার দিকে নজর রাখবে। নজর থাকবে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংস্কৃতির দিকেও।" কেন্দ্রটির একতলায় রয়েছে দুশো আশিটি আসনের এক সুদৃশ্য অডিটোরিয়াম, নাম সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়াম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সিনেমা দেখানোর আধুনিকতম ব্যবস্থা থাকছে। এখানেই হবে উদ্বোধন। ওপরের দুটি তলা জুড়ে থাকছে চারটি আর্ট গ্যালারি। গ্যালারিগুলোর নামকরণও বাঙালি শিল্পীদের স্মরণে—নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায় ও রামকিঙ্কর বেইজ। এছাড়া দোতলায় থাকছে বেঙ্গল গ্যালারি যেখানে নিয়মিতভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় বাংলার প্রবীণ-নবীন শিল্পীদের নিয়ে প্রদর্শনী চলবে। চারতলায় মৌলানা আজাদ কনফারেন্স সেন্টারে সেমিনার ঘর হয়েছে চারটি। তাছাড়া থাকছে রেস্তোরাঁ এবং বহিরাগত অতিথিদের জন্য চারটি অতিবিগ্রহ। ডঃ রেবা সোম জানালেন, "আন্তর্জাতিকখ্যাত মানুষদের নিয়ে নাটক, সঙ্গীত, শিল্প বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হবে। হবে ওয়ার্কশপ। সীমানা ছাড়িয়ে সংস্কৃতির চর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।" শ্রীমতী সোম নিজে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন ধারায় জীবনী লিখেছেন তাঁরই মিউজিক্যাল নোটস নিয়ে। বললেন, "রবীন্দ্রনাথের নামে এই কেন্দ্র। সুতরাং রবীন্দ্রচর্চাও হবে এখানে।" হবে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, আর্কাইভ। বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আইসিসিআর এই কেন্দ্রটি সংস্কৃতিচর্চার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে।

১ জুন উদ্বোধনে প্রণব